

কলকাতা উচ্চ আদালত
সাংবিধানিক রিট এখতিয়ার
(আপিল বিভাগ)

উপস্থিত: সম্মানীয় বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ

২০১৯ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৩৬০০

সংরক্ষিত- ০৯.০৮.২০২৩

উচ্চারণঃ ১৯.১০.২০২৩

উৎপল রায়

... আবেদনকারী-

-বনাম-

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা

.... উত্তরদাতারা -

উপস্থিত -

শ্রী রবিলাল মৈত্র

শ্রী রজিত লাল মৈত্র.

.. আবেদনকারীর পক্ষে

শ্রী রাতুল বিশ্বাস

শ্রী কৌশিক চৌধুরী

... ডাব্লু. বি. বি. পি. ই-এর পক্ষে

বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ, -

১. ৫.১২.২০১৮ তারিখের মেমো নং ৪৯২/১(৩)২পি এর অধীনে একটি আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে তাৎক্ষণিক রিট পিটিশনটি করা হয়েছে যেখানে রিট আবেদনকারী উৎপল রায়কে ২০০৬ সালের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত তফসিলি জাতি অব্যাহতিপ্রাপ্ত বিভাগের অধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল স্কুল শিক্ষা কমিশনার এখানে বিবাদী নং ২ দ্বারা এবং জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিষদ, জলপাইগুড়ি এখানে বিবাদী নং ৩ এর পক্ষ থেকে আবেদনকারীকে নিয়োগপত্র প্রদানের বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে।

২. সংক্ষেপে মামলার তথ্য হলো, আবেদনকারী 'রাজবংশী' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, যারা সংবিধানের অধীনে তফসিলি জাতি হিসেবে স্বীকৃত

তফসিল মামলা/উপজাতি পরিবর্তন আদেশ ১৯৫৬ এবং ১৬.০৮.১৯৯৬ তারিখের ১৮৫৪৬/এসসি সম্বলিত একটি তফসিলি জাতি শংসাপত্র ধারণকারী।

৩. জলপাইগুড়ির জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ০২.০২.২০০৬ এবং ১৭.০২.২০০৬ তারিখের স্মারকলিপির মাধ্যমে আবেদনকারী সহ ১২৬ জন প্রার্থীর নাম কর্মসংস্থান বিনিময় পরিচালকের কাছে প্রেরণ করেন। আবেদনকারীর নাম অব্যাহতিপ্রাপ্ত বিভাগ সেলের অধীনে ক্রমিক নং ৯৫ হিসাবে তফসিলি জাতি অব্যাহতিপ্রাপ্ত বিভাগ প্রার্থী হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল এবং ২৪.০২.২০০৬ তারিখে তাকে একটি পরিচয়পত্র জারি করা হয়েছিল।

৪. আবেদনকারীকে নিয়োগ বিধি অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের সাথে সম্পর্কিত শংসাপত্র যাচাইকরণ এবং নম্বর গণনার জন্য ২৫.০৮.২০০৬ তারিখের মেমো দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে উত্তরদাতা নং ৩-এর সামনে উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল। তিনি উত্তরদাতা নং ৩ দ্বারা চাওয়া নথি সহ উক্ত তারিখে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারপরে, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্যানেল প্রস্তুত করার জন্য লিখিত পরীক্ষার পরীক্ষার জন্য একটি কল লেটার উত্তরদাতা নং ৩ দ্বারা আবেদনকারীর পক্ষে জারি করা হয়েছিল। আবেদনকারী জলপাইগুড়ির দেশবন্ধু নগর উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৯.১১.২০০৯- তারিখ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন এবং ৩৬.৭৮ নম্বর পেয়েছিলেন।

৫. নির্বাচন প্রক্রিয়া বিচারাধীন থাকাকালীন আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অন্যান্যদের সাথে জমি হারানোর শংসাপত্র বাতিল করার জন্য একটি প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছিল। আবেদনকারী সহ বেশ কয়েকজন প্রার্থীর নাম বাদ দিয়ে মাত্র ৩২ জন প্রার্থীর নাম নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছিল মেমো নং ৭০০/এলএ তারিখ ১৩.০৮.২০০৭ দ্বারা। তালিকাটিকে চ্যালেঞ্জ করে, ২০০৭ সালের ডব্লিউ.পি.এ নং .২২৫৪৫ (ডব্লিউ) নামে একটি রিট আবেদন দায়ের করা হয়েছিল যেখানে বিজ্ঞ একাকী বিচারপতি ৩০.০৬.২০১০ তারিখের আদেশ দ্বারা পাস করতে রাজি হয়েছিলেন যে-

একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি আবেদনকারীদের নাম ছাড়প্রাপ্ত বিভাগের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের জন্য বিবেচনার জন্য স্পনসর করা হয়, তবে তাদের পরবর্তী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে। প্যানেল প্রস্তুতির পরে এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারীরা এমন একটি স্থান সুরক্ষিত করেছেন যা তাদের নিয়োগের জন্য বিবেচনার অঞ্চলের মধ্যে নিয়ে আসে, তবে আদালত থেকে অনুমতি না নিয়ে তাদের নিয়োগ করা হবে না। তবে, আবেদনকারীরা নিয়োগের জন্য বিবেচনার অঞ্চলের মধ্যে কোনও স্থান বলে মনে হলে, উত্তরদাতারা নির্বাচন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার পাশাপাশি প্যানেল থেকে প্রার্থী নিয়োগের জন্যও স্বাধীন থাকবেন আইন অনুযায়ী। "

৬. ৩ নং উত্তরদাতা দ্বারা প্রস্তুত প্যানেলে আবেদনকারীর নাম প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে তাকে তফসিলি জাতি ছাড়ের পরিবর্তে ক্রমিক নম্বর ৬৩-এর অধীনে ছাড়প্রাপ্ত অসংরক্ষিত বিভাগের অধীনে তালিকাভুক্ত একজন তালিকাভুক্ত প্রার্থী হিসাবে দেখানো হয়েছিল। উপরন্তু, আবেদনকারীর পক্ষে কোনও নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

৭. উপরোক্ত তালিকাটি ২০১১ সালের এম. এ. টি নং ৩৪৪ এবং ২০১১ সালের সি. এ. এন ৪৯৬৭ সহ আপিলে আপত্তি জানানো হয়েছিল যেখানে বিজ্ঞ ডিভিশন বেঞ্চ তারিখের আদেশের মাধ্যমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দিয়েছিল যে "৪ঠা মে, ২০০৬ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ছাড়প্রাপ্ত বিভাগের প্রার্থীদের তালিকা পুনর্বিবেচনা করুন আর কোনও বিলম্ব ছাড়াই, তবে ইতিবাচকভাবে এই আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে থেকে কারও নাম মুছে না দিয়ে প্যানেলটি একই পুনরাবৃত্তি করার সময়।"

৮. আবেদনকারী সহ ৯ জন প্রার্থীর নাম জলপাইগুড়ির জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিষদের সভাপতি দ্বারা এখানে উত্তরদাতা নং ৪ দ্বারা উত্তরদাতা নং ৩-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল, যা ১১৮০ নম্বর ১৫.০৯.২০১৪ তারিখের মেমোতে প্রতিফলিত হয়েছে এবং ২৪.০৯.২০১৪ তারিখের মেমোতে দেখা গেছে, সমস্ত প্রার্থীদের প্রার্থীতা আবারও বৈধ ছিল। আবেদনকারী অনুসারে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ করেছেন।

৯. আবেদনকারীর কাছে ২০.১১.২০১৫ তারিখের স্মারকলিপির মাধ্যমে জানা যায় যে, প্রার্থীরা যোগদান না করা এবং জাল শংসাপত্রের কারণে চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার কারণে, বাংলা মাধ্যমের ছাড়প্রাপ্ত অসংরক্ষিত বিভাগের পক্ষে শূন্যপদের সংখ্যা ছিল চারটি, বাংলা মাধ্যমের ছাড়প্রাপ্ত তফসিলি জাতি বিভাগের পক্ষে শূন্যপদের সংখ্যা ছিল ছয়টি এবং বাংলা মাধ্যমের ছাড়প্রাপ্ত ওবিসি-র পক্ষে শূন্যপদের সংখ্যা ছিল তিনটি। আবেদনকারী জলপাইগুড়ির জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কর্তৃক জারি করা ১৪.০৩.২০১৬ তারিখের স্মারকলিপি অনুসারে পরিচালিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তরপত্র এবং উপস্থিতি পত্র জমা দিয়েছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ।

১০. ২০১৭ সাল পর্যন্ত একাধিক আবেদনের পরেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদের জন্য প্যানেল অনুমোদনের বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য এবং আবেদনকারীর পক্ষে নিয়োগপত্র জারি না করার জন্য বিবাদী নং ৩-এর পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে ২০১৮ সালের রিট পিটিশন W.P 3151(W) এর পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা দেয় যেখানে বিজ্ঞ একক বিচারক ২৭.০৬.২০১৮ তারিখের আদেশে বিবাদী নং ২-কে "২রা এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষা কমিশনারের কাছে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক ইতিমধ্যেই প্রেরিত নথির ভিত্তিতে আইন অনুসারে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য" নির্দেশ দেন

এই আদেশের তারিখ থেকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এবং তারপরে এক সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারীকে সিদ্ধান্তটি অবহিত করুন।”

১১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য আবেদনকারীর আবেদনটি উত্তরদাতা নং ২ দ্বারা মেমো নম্বর ৪৯২/১ (৩) ২পি তারিখ ০৫.১২.২০১৮ এর মাধ্যমে প্রত্য্যখ্যান করা হয়েছিল। আদেশের প্রাসঙ্গিক অংশে লেখা রয়েছেঃ-

৭. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর, ২০০৬ সালে, পরিষদ (২০০৯), (২০১৪) এবং ২০১৬ সালে আরও তিনটি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। সুতরাং, উক্ত নিয়োগ বিধির বিধান অনুসারে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত কোনও শূন্যপদ, ২০০৬ এখনও মূলতুবি থাকতে পারে না, তবে কাউন্সিল ভুলভাবে জমা দিয়েছে যে যোগদান না করার কারণে ১০ টি শূন্যপদ এখনও মূলতুবি রয়েছে এবং সে কারণেই তাকে এই ধরনের যোগদান না করা প্রার্থীদের বিবরণ জমা দেওয়ার জন্য সক্ষম করা হচ্ছে না। উপরন্তু, প্রশ্নযুক্ত প্যানেলটি এক বছরের জন্য অস্থায়ীভাবে অনুমোদিত হয়েছিল এই ডিটিই-এর মেমো নং ৩৬-এসসি/পি তারিখ ১২.০৪.২০১০ দ্বারা উক্ত প্যানেলের বৈধতা শেষ হওয়ার পর, আবেদনকারী ২০১৮ সালে এই রিট আবেদন দাখিল করেন।”

সুতরাং, ২ নং উত্তরদাতার ০৫.১২.২০১৮ তারিখের আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে, বর্তমান রিট আবেদন মিথ্যা।

১২. আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারীর নিয়োগ ২ নং উত্তরদাতা দ্বারা অযৌক্তিক, অপ্রমাণিত কারণে স্থগিত করা হয়েছে। মোট ৩৬.৭৮ নম্বর পাওয়ার পরে, বাংলা মাধ্যমের বাদ দেওয়া তফসিলি জাতি বিভাগের সর্বনিম্ন কাট অফ নম্বর ৩৪.২৪, তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নিয়োগের যোগ্য ছিলেন।

১৩। যদিও আবেদনকারী লিখিত পরীক্ষায় ১০-এর মধ্যে ৪.৫ নম্বর পেয়েছিলেন, তবে উপস্থিতি নথি অনুসারে তাঁকে অনুপস্থিত ঘোষণা করা হয়েছিল। তিনি অনুপস্থিত থাকলে, তারিখের লিখিত পরীক্ষায় আবেদনকারীর নামের বিপরীতে কোনও চিহ্ন থাকা উচিত ছিল না। যদিও আবেদনকারী রোল নম্বর জেএএল/ইসি/বিএম/এসসি-১২২ দিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, তবে তাকে ভুলভাবে রোল নম্বর জেএএল/ইসিবিএম/এসসি-১৩২ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। এছাড়াও, রোল নম্বর জেএএল/ইসিবিএম/১২২-এর বিরুদ্ধে অন্য প্রার্থীর স্বাক্ষর করা হয়েছিল, যেখানে আবেদনকারীকে অনুপস্থিত প্রার্থী হিসাবে বিবেচনা করে রোল নম্বর জেএএল/ইসিবিএম/১৩২-এর বিরুদ্ধে কোনও স্বাক্ষর করা হয়নি। আবেদনকারীর নামের বিপরীতে এই ধরনের প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। ভুলগুলি সংশোধন করার জন্য উত্তরদাতা নং ২-এর কাছে বেশ কয়েকটি যোগাযোগ করা হয়েছিল যা শেষ পর্যন্ত নেওয়া হয়নি।

১৪. প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য খসড়া প্যানেলে আবেদনকারীকে ৬৩টি পদে বাংলা মাধ্যম ছাড়প্রাপ্ত অসংরক্ষিত প্রার্থী হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। অনুমোদিত শূন্যপদের মধ্যে থাকার পাশাপাশি ছাড়প্রাপ্ত অসংরক্ষিত প্রার্থীর কাট-অফ নম্বরের চেয়ে বেশি নম্বর অর্জন করার কারণে আবেদনকারীকে ভুলভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

১৫. আবেদনকারীকে তালিকাভুক্ত করা প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে, তিনি অন্যান্য প্রার্থীদের সাথে চলমান নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। তবে, বিলম্ব প্রকাশের জন্য যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ছাড়াই আবেদনকারীর নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, যেখানে উক্ত প্যানেলের সমাপ্তির পরেও নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল যার ফলে ২০১২ সালে একজন জব্বার আলী এবং আরও ছয়জন নিয়োগ করা হয়েছিল ২০১৪ সালে প্রার্থীরা।

১৬. ৩ এবং ৪ নম্বর উত্তরদাতার বিদ্বান কৌঁসুলি বলেন যে আবেদনকারীকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তারিখ অনুসারে ৪.০১.২০০৮। যদিও তিনি খসড়া প্যানেলে উপস্থিত হয়েছিলেন, আবেদনকারী বাংলা মাঝারি ছাড়প্রাপ্ত তফসিলি জাতি বিভাগের অধীনে চূড়ান্ত প্যানেলে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয়েছিলেন কারণ ২৯.১১.২০০৯-এ অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার মূল উপস্থিতি শীটে "ক" অনুপস্থিত প্রার্থী হিসাবে মন্তব্য করেছিলেন এবং এর ফলে তাকে ৬৩ (ক) পদে বিবেচনা করা হয়েছিল বাংলা মিডিয়াম ছাড়প্রাপ্ত অসংরক্ষিত খসড়া প্যানেলে।

১৭. অব্যাহতিপ্রাপ্ত ক্যাটাগরি প্যানেলগুলি সতর্কতার সাথে মেমো নম্বরে অনুমোদিত হয়েছিল। ৩৬ এস সি -/পি ১২ .০৪.২০১০ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা ২০০১ অনুসারে অব্যাহতিপ্রাপ্ত তফসিলি জাতি বিভাগে অতিরিক্ত ৫% প্যানেলের পাশাপাশি অব্যাহতিপ্রাপ্ত অসংরক্ষিত বিভাগ। আবেদনকারীকে যথাযথভাবে নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল কারণ প্রশ্নবিদ্ধ প্যানেলটি এক বছরের জন্য অস্থায়ীভাবে অনুমোদিত হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক নিয়োগ বিধি ২০০১ এর অধীনে, অ-যোগদানকারী প্রার্থীদের জন্য তৈরি করা শূন্যপদ শুধুমাত্র বিদ্যমান প্যানেল থেকে প্যানেলের বৈধতা সাপেক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে। শূন্য পদের সংখ্যা অনিশ্চিত ছিল কারণ যোগদান না করা প্রার্থীদের বিশদ বিবরণ, যেমন নাম, বিভাগ, প্যানেলের ক্রমিক নম্বর, প্রতিটি অ-যোগদানকারী প্রার্থীদের অনিচ্ছা পত্রগুলি উত্তরদাতা নং ৩ দ্বারা সেরা থাকা সত্ত্বেও উপলব্ধ করা যায়নি। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেসব কাগজপত্র অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা ও অনুসন্ধান।

১৮. পক্ষগুলির পক্ষ থেকে বিজ্ঞ কাউন্সেলের বক্তব্য শোনার পর এবং নথি পর্যালোচনার পর, এই আদালত খুঁজে পেয়েছে যে রিট আবেদনকারীকে থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ছাড়প্রাপ্ত তফসিলি জাতির অধীনে প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগ।

উত্তরপত্র, নম্বর ফয়েল এবং ট্যাবুলেশন শিটে প্রতিফলিত রিট আবেদনকারীর প্রাপ্ত নম্বর ইঙ্গিত দেয় যে লিখিত পরীক্ষার তারিখে আবেদনকারীর উপস্থিতি অনস্বীকার্য। উপরোক্ত নথিগুলির যথাযথ ক্ষেত্রে ইঙ্গিত এবং ভিন্ন রোল নম্বরের ভিত্তিতে যোগ্যতার মূল্যায়ন, যার ফলে আবেদনকারীকে বাংলা মাধ্যমের জন্য তালিকাভুক্ত প্রার্থী হিসাবে বিবেচনা করা হয়, বিবাদী নং ২ এর পক্ষ থেকে স্পষ্ট ত্রুটি প্রকাশ করে। বিবাদী নং ২ এর পক্ষ থেকে করা ভুল আবেদনকারীর নিয়োগ অস্বীকার করার কারণ হতে পারে না।

১৯. সংশ্লিষ্ট বিভাগে কাট-অফ নম্বরের চেয়ে বেশি নম্বর অর্জনকারী আবেদনকারীকে প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার এবং অন্য কারণ দ্বারা পদ পূরণের অজুহাতে নিয়োগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। **শঙ্করসন দাশ বনাম ভারত ইউনিয়নের** মামলায় ১৯৯১ সালের ৩এস সি সি ৪৭-এ সুপ্রিম কোর্ট মতামত দিয়েছিল যে

৭. এটা বলা ঠিক নয় যে যদি বেশ কয়েকটি শূন্যপদ নিয়োগের জন্য অবহিত করা হয় এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রার্থী উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়, তবে সফল প্রার্থীরা নিয়োগের একটি অদম্য অধিকার অর্জন করে যা বৈধভাবে অস্বীকার করা যায় না। সাধারণত এই বিজ্ঞপ্তি কেবল যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য আবেদন করার আমন্ত্রণের সমান এবং তাদের নির্বাচনের পরে তারা পদে কোনও অধিকার অর্জন করে না। যদি না প্রাসঙ্গিক নিয়োগের নিয়মগুলি নির্দেশ করে, সমস্ত বা কোনও শূন্যপদ পূরণ করার কোনও আইনি দায়িত্ব রাজ্যের নয়। তবে, এর অর্থ এই নয় যে রাষ্ট্রের ইচ্ছাকৃতভাবে কাজ করার লাইসেন্স রয়েছে। শূন্যপদ পূরণ না করার সিদ্ধান্ত যথাযথ কারণে সংভাবে নিতে হবে। এবং যদি শূন্যপদ বা সেগুলির মধ্যে কোনওটি পূরণ করা হয়, তবে রাজ্য প্রার্থীদের তুলনামূলক যোগ্যতাকে সম্মান করতে বাধ্য, যা নিয়োগ পরীক্ষায় প্রতিফলিত হয় এবং কোনও বৈষম্যের অনুমতি দেওয়া যাবে না।”

২০. এটি আইনের একটি স্থিরীকৃত নীতি যে যখন যথেষ্ট ন্যায়বিচার এবং প্রযুক্তিগত বিবেচনা একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়, তখন যথেষ্ট ন্যায়বিচারের কারণটি অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য, কারণ অন্য পক্ষ অযৌক্তিক বিলম্বের কারণে অবিচারের ক্ষেত্রে একটি স্বার্থান্বেষী অধিকার দাবি করতে পারে না। যে সময়ের মধ্যে একটি প্যানেল প্রস্তুত এবং অনুমোদিত হলেও কাজ করা যায়নি তা এই জাতীয় প্যানেলের জীবন গণনার উদ্দেশ্যে বাদ দিতে হবে। বর্তমান ক্ষেত্রে, ২০০৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের প্যানেলের অবসানের ফলে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটে এবং প্যানেলের জীবনকাল প্রাথমিক সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও বাঁচিয়ে রাখা উচিত ছিল যাতে যোগ্য প্রার্থীদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য পূরণ করা যায় আবেদনকারী সহ।

২১. মাননীয় কলকাতা উচ্চ আদালত **প্লাবন মুখার্জি বনাম মাননীয় কলকাতা হাইকোর্টের** মামলায় রিপোর্ট করেছে ২০১৪ (১) সিএইচএন (সিএএল) ৩৩৬ একটি অনুসন্ধান এসেছিল যে

".....২৩..... যে পদের জন্য একটি মেধাতালিকা বা বাছাই তালিকা প্রকাশ করা হয় সেখানে নিয়োগের জন্য প্রার্থীর জন্য নিছক তালিকাভুক্তি একটি অর্পিত আইনি অধিকারের জন্ম দিতে পারেনা। কিন্তু যদি একজন প্রার্থীকে নিয়োগ থেকে বঞ্চিত করার জন্য একটি নির্বাচনী তালিকা থেকে স্বেচ্ছাচারী বা অপ্রীতিকর প্রস্থান হয়, তাহলে আমার মতে এই সীমিত ভিত্তিতে আদালত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপে হস্তক্ষেপ ও যাচাই-বাছাই করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি যোগ্যতার তালিকায় শীর্ষ অবস্থানে থাকা ব্যক্তির নাম বাদ দেওয়া হয় এবং নির্বাচিত তালিকায় তাঁর নীচে উপস্থিত কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া হয়, তবে যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত তালিকায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখা থেকে এই ধরনের বিচ্যুতির কারণ অনুসন্ধান করা আদালতের পক্ষে উন্মুক্ত।"

কোনও প্রার্থীকে প্যানেলভুক্তির সুফল থেকে বঞ্চিত করার জন্য, যথাযথ বুদ্ধি প্রয়োগের ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ বৈধ কারণের ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গত যুক্তি থাকতে হবে এবং আদালতের কাছেও তা গ্রহণযোগ্য হতে হবে। সর্বনিম্ন কাট-অফ নম্বরের চেয়ে বেশি নম্বর পাওয়ার ভিত্তিতে আবেদনকারীর পক্ষে নিয়োগের জন্য বিবেচিত হওয়ার অধিকারকে প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে বলে দাবি করে বাতিল করা যাবে না।

২২. উপরে আলোচিত কারণগুলির জন্য রিট আবেদন অনুমোদিত। মেমো নম্বরের মাধ্যমে প্রদত্ত আদেশ বাতিল করে দেওয়া হয়। ৪৯২/১ (৩) ২পি তারিখের ০৫.১২.২০১৮ বাতিল করে দেওয়া হয়। যোগ্য কর্তৃপক্ষ হিসাবে উত্তরদাতা নং ২-কে নির্দেশ দেওয়া হয় যে আদেশের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে বিষয়টি নতুন করে শুনে আবেদনকারীর সাথে সম্পর্কিত নিয়োগ প্রক্রিয়াটি পুনর্বিবেচনা করতে হবে। আবেদনকারীকে অবশ্যই শুনানির সুযোগ দিতে হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষক প্রার্থিতার জন্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি উপস্থাপন করতে হবে। এরপরে উত্তরদাতা নং ২-কে প্রকৃত বিবেচনার আলোকে পুনরায় মূল্যায়ন করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং আবেদনকারী যোগ্য বলে প্রমাণিত হলে, সুপারিশ করার জন্য আরও পদক্ষেপ নিতে হবে। তার নিয়োগের জন্য যে কোনও স্কুলে আবেদনকারী।

২৩. উপরের পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশাবলীর সঙ্গে রিট আবেদনটি হল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

২৪. তবে, খরচের বিষয়ে কোনও আদেশ থাকবে না।

২৫. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে যত দ্রুত সম্ভব, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর, পক্ষগুলিকে দেওয়া হোক।

(বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ)

কলকাতা

১৯.১০.২০২৩

পি এ (বিএস)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal